আলোর মিছিল

মাহমুদা রুনু

অন্ধকার যতোটা গভীর
আলোকের প্রতিশ্রুতি ততোটাই প্রকট।
গৌন নগন্য অতীতের ব্যর্থতা, ভবিষ্যতের সংকট।
দুঃসময়ের অন্ধদিগন্তের মাঝেও
আশার পদ্মকলিরা প্রস্ফুটিত, ভরসায়।
আমার সন্তানের জন্য
দুঃসময়ের অন্ধকার, দুঃসপ্নময় জীবন
কেন দেবো?
অর্বাচীন দুরাশায়?

প্রত্যন্ত প্রান্তব্যাপি অনিশ্চিত
অহেতুক, অনাহুত, রবাহুত বিপত্তি,
কন্টকাকীর্ন আবাস,
রেখে যাবার নিস্পত্তি —
বোধগম্য নয় আমার।

আমি বিশ্বাস করি সত্যের প্রত্যয়ে
আমি বিশ্বাস করি সৌহাদ্রের ব্রততায়।
বিশ্বাস করি অকৃত্রিম ভালবাসায়।

আমি মা,
বিধাতা আমার অন্তরে দিয়েছে
অসীম শক্তিধর ভালোবাসার প্রদীপ।
আমি সেই অনির্বা শিখা
বয়ে নিয়ে যাবো পৃথিবীর
প্রান্ত থেকে প্রান্তরে
সমগ্র নিখিলের সন্তানের অন্তরে।

শিশুর প্রথম কান্নার তিব্রতা
পৌনপৌনিক গুন হয়ে
মাতৃত্বকে দেয় অপরিসীম ক্ষমতা।
ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি হয়ে রয় মায়ের মমতায়।
সময় এসেছে, অগ্নুৎপাত ঘটাতেই হবে ।
পৃথিবীর তাবৎ অপশক্তি
মাতৃত্বের মমতা-লাভার প্রবাহে
অভুতপুর্ব বিস্ময়ে নিবার্ক হয়ে রবে।

আমার শ্যামল কোমল আদলে
বিভ্রান্তিনেই আত্মশক্তির।
অক্ষমতার আড়াল তুলে
অনিশ্চিত ধ্বংসের পৃথিবী দেবনা।
দেবনা ক্ষুধার রাজ্যে নির্বাসন।
দেব আলোকিত জীবন
সত্যের সম্ভাষন।

পৃথিবীর সমস্ত মায়ের বুকের আগুনে
জলন্ত প্রদীপ্ত মশালে
সহযাত্রি হব —
প্রত্যাশায় প্রজ্বলিত আলোর মিছিলে।

উত্তর-দক্ষিন-পুব-পশ্চিম সর্ব গোলার্ধের
আবারিত আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপি
মায়েরা আলোর মিছিলে যাবো।

সুবচন আবাসিত হোক প্রত্যন্ত বলয়ে
আশিব র্নি বর্ষিত হোক প্রতিটি অন্তরে
আলোর মিছিলে শ্লোগানে ।
‘চাই ক্ষুধায়-অন্ন, নিশ্চিত-আবাস, লজ্জাবসন ।
চাই সংহতি প্রগতি সুশিক্ষা সুসাশন।’
আমরা আলোকের পথযাত্রি
আলোর মিছিলে যাবো
আলোকিত জীবনের সন্ধানে।
আমাদের সন্তানের জন্য।
আমাদের অস্তিত্বের সুরক্ষার জন্য।
সন্ত্রাস মুক্ত নিখিলের জন্য।

২সেপ্টেম্বর ২০০৫